বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ
ফোন-৯৫৫০৪০৩, ই-মেইল dgmpid@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৩৮)দুগ্ধ উৎপাদন/২০১৯-২০২০/১৪৯২(১২০০) তারিখঃ ৩০.০৬.২০২০

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ৫% সুদে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৫% হারে ক্ষতিপূরন দাবীর প্রতিবেদন (০১.০৭.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২০ পর্যন্ত) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ৫% রেয়াতী হার সুদে ঋণ বিতরন সংক্রান্ত অত্র বিভাগের ৩০.০৯.২০১৫ ইং তারিখের পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র-০২/২০১৫ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পত্রের অনুচ্ছেদ ১২তে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বিতরনকৃত ঋণের ক্ষতিপূরন দাবী করার জন্য আলোচ্য খাতে বিতরনকৃত ঋণের মধ্যে যে সকল ঋণ হিসাবের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রচলিত নিয়মে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়/ সমন্বয় হয়েছে এরূপ বন্ধ হিসাবগুলোর তথ্য সংযুক্ত ছকে মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সংগ্রহপূর্বক অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিবেদন একীভূত করে আগামী ১০.০৭.২০২০ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে (সফট কপি ই-মেইল যোগে- dgmpid@krishibank.org.bd) প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো এবং হার্ড কপি ডাকযোগে প্রেরন করতে হবে।

০৩। উল্লেখ্য, যে সকল ঋণ হিসাব সুদসহ প্রচলিত নিয়মে আদায়ের মাধ্যমে ০১.০৭.২০১৯ থেকে ৩০.০৬.২০২০ তারিখের মধ্যে বন্ধ করা হয়েছে কেবলমাত্র সে সকল ঋণ হিসাব ক্ষতিপূরন দাবীর তালিকায় আসবে এবং উক্ত হিসাবসমূহের উপর ৫% হারে ক্ষতিপূরন দাবী করতে হবে। অনিয়মিত কিস্তি পরিশোধের কারনে যে সকল ঋণ হিসাবে ১০% হারে এবং ০১.১১.২০১৮ তারিখে হতে ৯% হারে সুদারোপ করে বন্ধ করা হয়েছে উক্ত হিসাব সমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

০৪। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যথা নিয়মে আদায়/বন্ধ হওয়া কোন ঋণ কেইস যাতে ক্ষতিপূরণ দাবীর তালিকা থেকে বাদ না পড়ে সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে। বন্ধ হিসাব সমূহ বাদ পড়লে পরবর্তীতে আর ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না। তাছাড়া ১০% কেইছ বাংলাদেশ ব্যাংক সেম্পল ভিত্তিতে যাচাই করবে বিধায় প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে যাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে ক্ষতিপূরন বাবদ দাবীতব্য সুদের হিসাব সঠিকভাবে নিরুপনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরন করতে হবে। ক্ষতিপূরন প্রস্তাব প্রেরনে বিলম্ব হলে এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব প্রেরনের কারণে ব্যাংক কোনরূপ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে এর দায় সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক এবং অঞ্চলের আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

০৫। প্রতিবেদন তৈরীতে কোন সংশয় সৃষ্টি হলে অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (মোবাইল নং-০১৬৮৮৮৯৭৬২০) এর সাথে তাৎক্ষনিক যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
৩০/০৬/2020

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
০৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে)।
০৫। অফিস কপি/মহানথি।

30/06/2020
(মোঃ নাজমুল করিম চৌধুরী)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় কার্যালয়
.... ।

বিষয়ঃ **বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ৫% সুদে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৫% হারে ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রতিবেদন (শুরু থেকে অর্থাৎ ০১.০৭.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২০ পর্যন্ত)।**

(টাকায়)

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	শাখার নাম	ঋণ গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ বিতরনের		ঋণের মেয়াদ কাল	ঋণ আদায়ের/ সমন্বয়ের নির্ধারিত তারিখ (Due Date)	ঋণ হিসাব আদায়/ সমন্বয়/ বন্ধের তারিখ	আদায়ের পরিমাণ			রেয়াতী সুদ আরোপের ফলে ০১.০৭.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২০ তারিখ পর্যন্ত হিসাব বন্ধ/ সমন্বয়ের জন্য ক্ষতির পরিমাণ (৫%)	মন্তব্য
				তারিখ	পরিমাণ				আসল আদায়	সুদ আদায়	মোট আদায় (সুদসহ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর
মোবাইল নং-

সহকারী মহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষর
মোবাইল নং-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগ

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-০২/২০১৫ তারিখঃ ৩০.০৯.২০১৫

বিষয়ঃ বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ৫% হার সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী (Refinance Scheme) পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভী পালনের জন্য বিদ্যমান ঋণ সুবিধার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বিগত ২৯.০৯.২০১৫ তারিখে "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে" পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের সুবিধার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা জারী করা হলো ঃ

০২। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ**

(ক) গাভী ও বাছুর ক্রয় ও লালন-পালন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং কৃত্রিম প্রজননের সাথে জড়িত প্রকৃত খামারীরা (একক ও যৌথ) উক্ত খাতে ঋণ গ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন ;

(খ) সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী এবং প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে ;

(গ) এছাড়া শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মী কর্তৃক স্থানীয় প্রাণি সম্পদ কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা পূর্বক সম্ভাব্য গ্রাহক নির্বাচন করা যেতে পারে।

০৩। **ঋণের নর্মস ঃ**

(ক) অনধিক তিন মাসের মধ্যে প্রজননক্ষম হতে পারে এমন বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে, দেশী জাতের (Indigenous)বকনা বাছুরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;

(খ) প্রতিটি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা এবং রক্ষনাবেক্ষন/লালনপালনের জন্য ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থাৎ প্রতিটি বকনা বাছুরের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে ;

(গ) সর্বোচ্চ ৪(চারটি) বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য অনধিক ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যাবে।

০৪। **ঋণের মঞ্জুরী ক্ষমতা/সর্বোচ্চ ঋণসীমা ঃ**

ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক ক্ষমতার আওতায় সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ আলোচ্য ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন।

০৫। **জামানত/সহায়ক জামানত ঃ**

এ কর্মসূচীর ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে গ্রহনযোগ্য জামানত/সহায়ক জামানত যথা-জমি,দালানকোঠা ইত্যাদির এমসিএল দ্বারা আবৃত থাকবে। জামানত হিসাবে কৃষকদের গ্রামীন বসত ভিটা গ্রহনযোগ্য হবে না। তবে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার পাকা দালানকোঠা সহায়ক জামানত হিসাবে গ্রহন করা যাবে।

০৬। **ঋণের মেয়াদকাল ঃ**

ঋণ গ্রহীতাকে অনধিক ১৪ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ পরিশোধ/সমন্বয় করতে হবে।

০৭। **সুদের হার ঃ**

গ্রাহক পর্যায়ে আলোচ্য ঋণের সুদের হার হবে ৫%। তবে ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী বকেয়ার উপর উল্লেখিত হারের পরিবর্তে ব্যাংকের নিয়মিত/প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে।

০৮। **কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহন ঃ**

স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, কৃত্রিম প্রজনন নিশ্চিতকরণ,গাভীর সুষম খাদ্য, ভ্যাকসিন প্রদান, চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহন করা যাবে।

০৯। **পরিদর্শন ও যাচাই ঃ**

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের সদ্ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও পরিধারন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শনকালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরী ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে সাইট পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার যাচাই করবে। সংশ্লিষ্ট শাখাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য/প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।

১০। **বাজেট বরাদ্দ ঃ**

প্রধান কার্যালয় হতে বিভাগওয়ারী প্রদত্ত বাজেট বিভাগীয় প্রধানগণ অঞ্চলওয়ারী পুনঃবন্টন করবেন। অঞ্চল প্রধানগণ এ কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ এলাকার গুরুত্ব অনুযায়ী শাখাওয়ারী বাজেট বরাদ্দ করবেন। বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তাগণ ৩ মাস অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করে দেখবেন।

১১। **ঋণের আবেদন কি/ঋণ মঞ্জুরী ঃ**

ব্যাংকের প্রচলিত বন্ধকী ঋণের আবেদন ফরম এলএফ-২ ব্যবহার করতে হবে। প্রচলিত নিয়ম/চেক লিস্ট অনুযায়ী সকল তথ্য/কাগজপত্র গ্রহন ও সরজমিনে তদন্তপূর্বক মূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসৃত হবে।

১২। **পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ**

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন (ছক সংযুক্ত) মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় অঞ্চলের সমন্বিত বিবরণী ১০ তারিখের মধ্যে প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। অতঃপর প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগ হতে যথানিয়মে পুনঃঅর্থায়ন দাবী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। এছাড়া অর্থবছর শেষে ০১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে যথারীতি ৫% হারে ক্ষতিপূরনের আবেদনও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

⇒ গ্রাহকের আবেদনপত্র এবং গ্রাহকের অনুকূলে ঋণসীমা মঞ্জুরীপত্রের কপি ;

⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৩। **অন্যান্য শর্তাবলী ঃ**

(ক) দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে প্রকৃত খামারি (একক ও যৌথ) এর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আলোচ্য তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহন করা যাবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ স্কীমের অর্থ উত্তোলন করা যাবে না ;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী শাখার উপর ন্যস্ত থাকবে ;

(গ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরনপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবিং প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষন করবে ;

(ঘ) শাখাসমূহকে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমনঃ ঋণের খাত, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, গাভী ও বাছুরের সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী ১০(দশ) দিনে মধ্যে তথ্যাদি প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় রেয়াতী সুদ যথাসময়ে দাবি করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও ২য় কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন ;

(ঙ) উক্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে ;

(চ) এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক সে পরিমাণ অর্থের উপর ব্যাংক রেট এর অতিরিক্ত ৫% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করবেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঋণের ১০০% সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ;

(ছ) উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি গাভীকে প্রকল্পের মেয়াদকাল ৫ বছরের মধ্যে প্রজননকালে প্রতিবারই কৃত্রিম প্রজনন নিশ্চিত করতে হবে ;

(জ) সংশ্লিষ্ট শাখাকে এ খাতে বিতরণের সার্বিক অবস্থার বিবরণী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয়ে মাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করবেন।

১৪। উপরোক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা সম্প্রসারনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননকৃত দেশীয় উন্নত জাতের গাভী পালন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

১৫। এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকলে প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

৩০/০৯/১৫

(পীযূষ চন্দ্র ভাওয়াল)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৮৫৭৮২

বিকেবি/প্রকা/প্রক্রেবি-৩(৩৮)/২০১৫-২০১৬/ তারিখঃ ৩০.০৯.২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়/কর্পোরেট শাখাসমূহ (পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে অনুরোধ করা হলো)।
০৬। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে পরিপত্রটি ডাউনলোড করে তাঁর অধঃস্তন শাখাসমূহে বিতরণ নিশ্চিত করবেন)।
০৯। নথি/মহানথি।

৩০/৯/১৫

(শেখ নিজাম উদ্দিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫৭৯৮৮

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৫ বছর মেয়াদী পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় প্রকৃত খামারীদের (একক ও যৌথ) প্রদত্ত ঋণের সমন্বিত বিবরণীঃ

ব্যাংকের নামঃ

মাসের নামঃ

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	খামারের প্রকৃতি (একক/ যৌথ)	হিসাব নম্বর	ঋণের প্রকৃতি	ব্যাংকের কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ	মঞ্জুরীর তারিখ	মেয়াদ	মঞ্জুরীকৃত অর্থের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার লেটার নং -১

তারিখঃ ১৩ কার্তিক, ১৪২৫ / ২৮ অক্টোবর, ২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সোনালী/ জনতা/ অগ্রণী/ রূপালী/ বেসিক/ ব্র্যাক/ আইএফআইসি/ মিডল্যান্ড/ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
কর্মসংস্থান ব্যাংক, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ
প্রধান কার্যালয় ঢাকা/রাজশাহী।

বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ৫% রেয়াতি সুদের হারে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে *পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী (Refinance Scheme) পরিচালনার নীতিমালা প্রসংগে।*

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে এসিএফআইডি সার্কুলার নং - ০২ তারিখঃ ০২/০৬/২০১৫ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলার এর ৩ এবং ৬(ক) নং অনুচ্ছেদটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

৩. **ঋণের সুদের হার ঃ**
এ স্কীমের আওতায় উল্লিখিত ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%, যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাবী করতে পারবে।

৬. **রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ**
(ক) ব্যাংকগুলো বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় উক্ত খাতে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিস্তারিত তথ্য (যেমনঃ মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরের সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি) উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সুদ ক্ষতির আবেদন পেশ করবে;

এ সংক্রান্ত উল্লিখিত সার্কুলার এবং এসিডি সার্কুলার লেটার নং - ০৩ তারিখঃ ২৫/০৮/২০১৫ ; এসিডি সার্কুলার লেটার নং - ০৩ তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০১৬, এসিডি সার্কুলার লেটার নং - ০১ তারিখঃ ২৬/০৪/২০১৭ ও এসিডি সার্কুলার লেটার নং - ০২ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১৭ এ বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশ ১ নভেম্বর, ২০১৮ থেকে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৬১২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
প্রজেক্ট ক্রেডিট বিভাগ

নং-বিকেবি-প্রকা/প্রক্রেবি-৩(৩৮)দুগ্ধ উৎপাদন/২০১৮-২০১৯/ ২০৮

তারিখ ঃ ১৪.১১.২০১৮

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর উপরোক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুচ্ছেদদ্বয় প্রতিস্থাপন ও পরিপালন করার জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে সদয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪.১১.১৮

(জাফরুল হাসান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক